দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ: 23 [illegible] পৃষ্ঠা: [illegible] কলাম: [illegible]

ঢাবিতে শূন্যের কোঠায় বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা

☐ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমে শূন্যের কোঠায় নেমে আসছে। ওয়ার্ল্ড র‌্যাংকিংয়ে পিছিয়ে থাকা, সেকেলে ভর্তি প্রক্রিয়া, অবকাঠামোগত অসুবিধা এবং সর্বোপরি শিক্ষা ও গবেষণার মান কমে যাওয়ায় তারা এখানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহ প্রকাশ করছেন বলে অভিমত দিয়েছেন বিশিষ্টজনেরা।

এছাড়া ভর্তি প্রক্রিয়ায় যোগাযোগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিষয় সংশ্লিষ্ট কোন শাখা না থাকায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরাও এখানে ভর্তি হতে পারছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বৈঠকে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং যোগাযোগ' শাখা খোলার ব্যাপারে অনুমোদন দেয়া হলেও এ কাজে কোন অগ্রগতি হয়নি বলে জানা যায়। ফলে এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

ওয়ার্ল্ড র‌্যাংকিংয়ে পিছিয়ে : সেকেলে ভর্তি প্রক্রিয়া : শিক্ষা ও গবেষণার নিম্নমান

জানা যায়, ১৯২১ সালে উপমহাদেশে উচ্চশিক্ষার মাইলফলক হিসেবে যাত্রা শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উন্নত পরিবেশ, লেখাপড়ায় আধুনিকায়ন সর্বোপরি শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এক সময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাতিও লাভ করে এ প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশ ও শিক্ষার মান কমে যাওয়ায় এর বর্তমান খ্যাতি নষ্ট হয়ে গেছে। ভর্তির ব্যাপারে বিদেশি ছাত্রদের আগ্রহ এখন অনেকটাই হারিয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত ৭ বছরে মাত্র ২৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন এখানে। বর্তমান সেশনে নতুন কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হননি। *নগণ্য বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা :* গত দশ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার দিকে নজর দিলেই এর

পৃঃ ২ কঃ ২

ঢাবিতে শূন্যের কোঠায়

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

দুরবস্থা চোখে পড়ে। তালিকা অনুযায়ী বর্তমানে বিদেশি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা একেবারে নেই বললেই চলে। রেজিস্ট্রার ভবন ও হল থেকে পাওয়া তথ্য মতে, ২০০০-২০০১ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২৪ জন বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হন। ২০০১-২০০২ সেশনে তা কমে দাঁড়ায় ২২ জনে। ২০০২-২০০৩ সেশনে ১২ জন, ২০০৩-২০০৪ সেশনে ৯ জন, ২০০৪-২০০৫ সেশনে ৫ জন, ২০০৫-২০০৬ সেশনে ৪ জন, ২০০৬-২০০৭ সেশনে ৮ জন, ২০০৭-২০০৮ সেশনে ৩ জন ও ২০০৮-২০০৯ সেশনে ৬ জন, ২০০৯-২০১০ সেশনে মাত্র ২ জন বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। সর্বশেষ ২০১০-১১ এবং বর্তমান সেশনে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হননি। এদের অধিকাংশই নেপাল, ভারত, চীনসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ভর্তিতে জটিলতা : বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক জটিলতা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে সংযোজিত ই-মেইলের মাধ্যমে ভর্তির ব্যাপারে আবেদনের সুযোগ থাকলেও জটিল এক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সম্পাদিত হয়। প্রথম পর্যায়ে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ৩টি ফরম দেয়া হয়। এর ১টি থাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। অন্য একটি ১টি ফরম পাঠানো হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয় থেকে কনফার্মেশনের মাধ্যমে সার্টিফিকেট পাওয়ার পর ১টি ফরম পাঠানো হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। শিক্ষা সচিবের স্বাক্ষর পাওয়ার পর একটি ফরম ফেরত পাঠালেই কেবল শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে। সব মিলিয়ে দীর্ঘ এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে সময় লাগে ২ থেকে ৩ মাস। এতে করে অনেকেই দীর্ঘ এ জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আগ্রহ বোধ করেন না। এ ছাড়াও ওয়েবসাইটে ভর্তির ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য না থাকায় সেখান থেকে তারা প্রয়োজনীয় তথ্য পান না।

ভর্তির জন্য নেই পৃথক শাখা : বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য আলাদা কোন শাখা নেই। বৃত্তি শাখাতে চলছে এর কার্যক্রম। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বৃত্তি সেকশনে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য কোন কার্যক্রম নেই। তথ্য সংরক্ষণের ব্যাপারেও রয়েছে যথেষ্ট অবহেলা। কোন ডিস্টিটার না থাকায় তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক সময়ই তাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ সময় তারা বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যাপারে তথ্য দিতে অপারগ হয়ে পড়েন। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যাপারে কোন তথ্য দেয়া নেই। ফলে বর্তমান তথ্য বিপ্লবের যুগে দেশের বাইরের শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তির ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন ধরনের সহায়তা পান না।

অবকাঠামোগত অসুবিধা : দিন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হলেও বাড়ছে না অবকাঠামোগত সুবিধা। ফলে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে এটি একটি প্রতিবন্ধক হয়ে তথ্য না থাকাকে দায়ী করেন।

শিক্ষার মান কমছে : দিন দিন শিক্ষার মান কমে যাওয়ায় এখানে বিদেশি শিক্ষার্থীরা ভর্তি হচ্ছেন না বলে উল্লেখ করেন বিশিষ্টজনরা। তারা বলেন, গবেষণা এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ না করায় আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেটিং ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। ফলে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে বিদেশিদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, এক সময় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে মালয়েশিয়া থেকে শিক্ষার্থীরা পড়তে আসত। কিন্তু শিক্ষার মান কমে যাওয়ায় এখন আর বিদেশি শিক্ষার্থীরা এখানে আসছে না। বিদেশি শিক্ষার্থী হ্রাস পাওয়ার জন্য তিনি আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান রেটিং বিপর্যয়কে দায়ী করেন।

ভাষাগত জটিলতা : ভাষাগত জটিলতা বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর ড. সাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ। তিনি বলেন, স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ বিভাগেই ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো হত। বর্তমানে বাংলা মাধ্যমকেই বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে, যা বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যার কারণ। এ কারণে বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা দিন দিন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষার মান কমে যাওয়ায় বাইরের শিক্ষার্থীরা এখানে কম আসছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, এক সময়ের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামের ওপর এখন আবরণ পড়ে গেছে।

শিক্ষার্থীদের বক্তব্য : বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হলের পাকিস্তানি ছাত্র মারুফ আজিজ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে অনেক টাকা খরচ হয়। আন্তর্জাতিকভাবে ভর্তিতে অনেক জটিলতা রয়েছে। তাছাড়া ক্যাম্পাসের রাজনৈতিক পরিবেশও অনুকূল নয়। এছাড়া একাধিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিদেশি ছাত্রদের জন্য যে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন তার সামান্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিতে পারে। একাডেমিক কার্যক্রমে জটিলতা, ক্লাসে ইংরেজি না বলা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে বিদেশি শিক্ষার্থীরা এখানে আসতে আগ্রহবোধ করে না।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের তুলনায় ছাত্ররা কম ভর্তি হচ্ছে এটা ঠিক, তবে আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট, ঢাকা মেডিকেল কলেজসহ বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিদেশি ছাত্রদের চাহিদা কমেনি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হওয়ায় শিক্ষার মান ক্রমে বাড়ছে। তিনি বলেন, অবকাঠামোগত সুবিধা পেলে এখানে বিদেশি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হবে।

দাঁড়ায়। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, অবকাঠামোগত অসুবিধার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বিদেশি শিক্ষার্থীই আসতে চান না। কারণ থাকার জায়গা না থাকলে এখানে ভর্তি হয়ে তারা কি করবে?

আন্তর্জাতিক শাখা সময়ের দাবি : বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে আলাদা আন্তর্জাতিক শাখা খোলা সময়ের দাবি বলে উল্লেখ করেন অনেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইটের তথ্য প্রতিনিয়ত আপডেট করাও এক্ষেত্রে জরুরী। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থাকাটা বর্তমান বিশ্বে যে কোন ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জরুরি।

তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটকে নিয়মিত আপডেট রাখা এবং পাবলিকেশন সম্পর্কে বাইরের শিক্ষার্থীদের ধারণা দেয়ার মাধ্যমে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বৃত্তির ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। বিদেশি শিক্ষার্থীরাও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে নির্দেশক ভূমিকা পালন করে বলে জানান এই বিজ্ঞ শিক্ষাবিদ। তিনি বলেন, অস্ট্রেলিয়া এক্ষেত্রে সারা বিশ্বে এগিয়ে রয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন প্রো-ভিসি আলাদাভাবে নিয়োগ করতে পারে। যিনি বাইরের শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ও পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম বলেন, বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের এখানে পড়তে আসতে পারেন না। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক কোন শাখা না থাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয়